রাধা ফিল্ম্ কোম্পানীর পৌরাণিক চিত্র

ভক্তসম্মিলন

চিত্র পরিবেশক..... প্রাইমা ফিল্মস লিঃ (কলিকাতা)

9-10-37

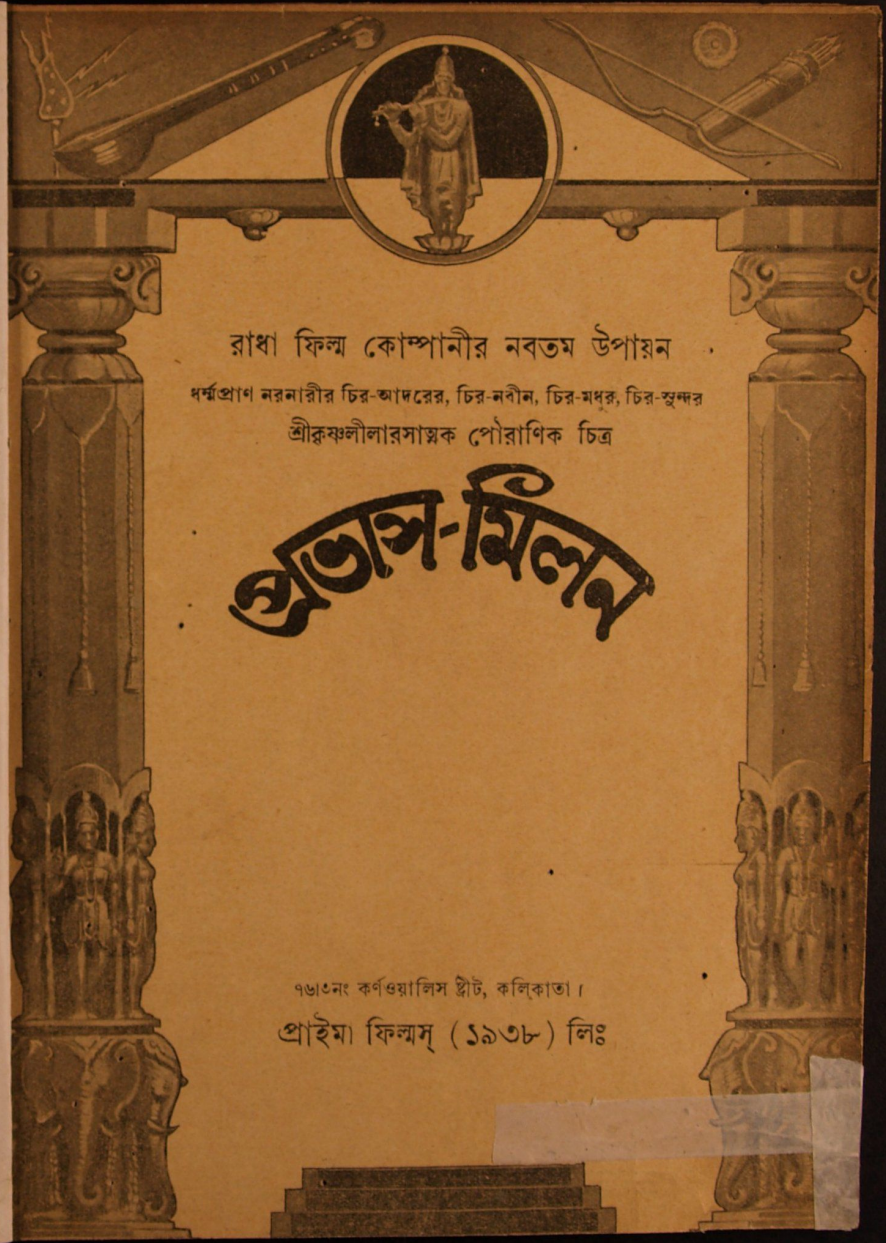

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নবতম উপায়ন

ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর চির-আদরের, চির-নবীন, চির-মধুর, চির-সুন্দর

শ্রীকৃষ্ণলীলারসাত্মক পৌরাণিক চিত্র

প্রভাস-মিলন

৭৬।৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

সংগঠনকারিগণ

কাহিনী, কথা," সঙ্গীত ও চিত্রনাট্য—
কৃষ্ণধন দে, এম্-এ

পরিচালক—**ফণী বর্ম্মা**
সহযোগী—জানকী ভট্টাচার্য্য

আলোকচিত্র **যতীন দাস**
সহকারী—অজয় কর

শব্দলেখক—
নৃপেন পাল, এম্-এস্-সি
ভূপেন ঘোষ, এম্-এস্-সি
সহকারী—অবনী চট্টোপাধ্যায়
গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোতি সেন, বি-এস্-সি

রসায়নাগার—অবনী রায়
তড়িৎ-ধারা—কুলেন্দ্র-চৌধুরী
সম্পাদন—অমরেন্দ্র চাটোপাধ্যায়
সহকারী—অরবিন্দ মিত্র
দৃশ্যসজ্জা—শঙ্কর ঘুরাজি কাশ্‌কার
রামচন্দ্র পাওয়ার
রূপসজ্জা—বসন্তকুমার দত্ত, ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়
নৃত্য—তারক বাগচি, কুমার মিত্র
সঙ্গীত—হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)
মৃণাল ঘোষ, পৃথ্বীশ ভাদুড়ী
আবহ-সঙ্গীত—কুমার মিত্র, যুগল গোস্বামী
স্থিরচিত্র—ক্ষেত্রমোহন দে
সহকারী—কুমারী লতিকা মিত্র,
কৃষ্ণব্রত হালদার
অঙ্কন-শিল্প—এস্ এইচ্ এ শাহ্
ব্যবস্থাপন—যমুনাধর তোদি
প্রচার—যতীন্দ্রমোহন রায়
সহকারী—ফণীন্দ্রনাথ মিত্র

পরিচয়িকা

মহাদেব—**শরৎ চট্টোপাধ্যায়**
ব্রহ্মা—কালী বর্দ্ধন্
ইন্দ্র—**অহীন্দ্র চৌধুরী**
নারদ—**মৃণাল ঘোষ**
গর্গ (মুনি)—**রবি রায়**
শ্রীকৃষ্ণ—**সুশীল রায়** বি-এ (এমেচার)
নন্দ—তুলসী চক্রবর্ত্তী
উপানন্দ—যুগল গোস্বামী
আয়ান—**কুমার মিত্র**
শ্রীদাম—**তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়**
সুদাম—হরেন নন্দী
সুবল—জানকী ভট্টাচার্য্য
দাম—অজিত চাটোপাধ্যায়
বসুদাম—দেবী মুখোপাধ্যায়
জয়সেন—(নন্দনকাননের প্রধান রক্ষী)—
মিহিরলাল মুখোপাধ্যায়
নন্দনকাননের রক্ষী—সন্তোষ দাস (ভুলো)
দ্বারকার রক্ষী—ষষ্টীদাস মুখোপাধ্যায়
ব্রজবাসী—**তারক বাগচি**

* * * * *

শচী **শান্তি গুপ্তা**
শ্রীরাধা—**মায়া মুখার্জি**
রুক্মিণী **রেণুকা রায়**
সত্যভামা—**ছায়া**
ললিতা—**পূর্ণিমা**
বৃন্দা—কমলা
যশোদা—**নিভাননী**
জটিলা—**হরিসুন্দরী** (রাকি)
কুটিলা—**গীতা**
ইন্দ্রসভার নর্ত্তকী—**মিস্ মণিকা**

বি নান, (এডভার্টাইজিং কনসালট্যান্ট) ১৬।১এ, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রণস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ৩০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ তাপসী প্রেসে শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রভাস-মিলন

গল্পাংশ

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' আশ্বাস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে চ'ড়ে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় নিমন্ত্রণ রাখতে গেছেন—তারপর শতবর্ষ কেটে গেছে, তবু আর ফিরে আসেন নি। ব্রজের ধূলিকণাটী পর্য্যন্ত শ্যামের বিরহে আকুল—স্নেহময় পিতা নন্দ দৃষ্টিহীন, মমতাময়ী মা যশোদা জ্ঞানহারা, প্রিয়সখা শ্রীদাম শয্যাশায়ী, প্রেমময়ী শ্রীমতীর চোখে অবিরলধারা, গোপগোপিনী মুহ্যমান—উৎসব নেই, আনন্দ নেই, উৎসাহটুকুও পর্য্যন্ত নেই—আছে কেবল একটুমাত্র ক্ষীণ আশা 'হয়তো সে আবার আসবে, আবার দেখা হবে!' সেই ক্ষীণ আশাটুকু সার ক'রে সবাই প্রাণহীন যন্ত্রের মতো কোনোরকমে দিনের পর দিন অতিবাহিত ক'রে চ'লছে।

ওদিকে দীন পিতা-মাতা সখা-সাথী বন্ধু-বান্ধবী এমন কি শ্রীমতীকে পর্য্যন্ত ভুলে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন রুক্মিণী-সত্য-ভামা প্রমুখ অসংখ্য মহিষী পরিবৃত হ'য়ে পরমানন্দে দিনাতিপাত ক'রছেন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন পরম-বৈষ্ণব ভক্তশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ দেবদুর্লভ একটী পারিজাত-পুষ্প নিয়ে উপস্থিত হ'লেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ সন্দর্শন ক'রতে—মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে যে, ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যথা দূর ক'রবেন, রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন দেখে নয়ন-মন চরিতার্থ ক'রবেন। এসে দেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ দেবী রুক্মিণীকে তাঁর বাল্যলীলার কাহিনী শোনাচ্ছেন—দেখে নিশ্চিন্ত হ'লেন যে, আপাতদৃষ্টিতে অন্যবিধ মনে হ'লেও, লীলাময় হতভাগ্য ব্রজবাসীদের কথা সত্যই ভুলে যান নি! নারদ পারিজাত-পুষ্পটী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন ক'রতেই, তিনি আবার সেটী রুক্মিণী দেবীকে উপহার দিলেন।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে কলহসৃষ্টিবিশারদ নারদ গেলেন দেবী সত্যভামার মহলে, এবং কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জানিয়ে দিতে ভুললেন না তাঁর নিবেদিত পারিজাত-পুষ্পটী শ্রীকৃষ্ণ দেবী রুক্মিণীকে উপহার দিয়েছেন। কথাটা অভিমানিনী সত্যভামার অন্তরে গিয়ে

বিঁধলো—তিনি এটাকে ধ'রে নিলেন তাঁর প্রতি ভালবাসার অভাবের, অনাদরের, অবহেলার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বরূপ—তা না হ'লে তো দেবদুর্লভ পারিজাত-পুষ্পটী শ্রীকৃষ্ণ দেবী রুক্মিণীকে না দিয়ে তাঁকেই দিতেন! দুর্জ্জয় অভিমান-বশে তিনি আশ্রয় ক'রলেন ধরাশয্যা—সে অভিমান আর কিছুতেই ভাঙে না!

তখন আর কোনো উপায় না দেখে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন, সামান্য একটা পারিজাত-পুষ্প তুচ্ছ কথা, দেবী সত্যভামার প্রীত্যর্থে তিনি স-পুষ্পরাজি সম্পূর্ণ একটা পারিজাত-বৃক্ষই এনে তাঁকে উপায়ন দিবেন। ফলে, অভিমানিনীর দারুণ অভিমানের শান্তি হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণ পাঠালেন নারদকে দূত ক'রে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে—একটী পারিজাত-বৃক্ষ প্রার্থনা ক'রে; কিন্তু দেবরাজ সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ক'রলেন—তিনি ব'ললেন, "পারিজাত স্বর্গের এবং দেবতার, পৃথিবীর মানুষের তাতে কোনো অধিকার নেই; হোন শ্রীকৃষ্ণ নররূপে নারায়ণ, কিন্তু তিনি যখন নরকলেবরে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন তখন মানুষের সম্বন্ধে সব বিধি-নিষেধ তাঁকেও মেনে চ'লতে হবে।" প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে নারদ দ্বারকায় ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের কাছে সব কথা নিবেদন ক'রলেন, এবং এই

প্রত্যাখ্যান-অপমানের প্রতিশোধ স্বরূপ স্বর্গ থেকে সবলে পারিজাত হরণ ক'রে আনবার জন্য উত্তেজনা দিলেন।

সশস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ গরুড়-রথে নন্দনকাননে উপস্থিত হ'লেন—সঙ্গে গেলেন দেবী সত্যভামা। রক্ষীরা বাধা দিতে এসে পরাজিত হ'য়ে দেবরাজকে সংবাদ দিল—সংবাদ পেয়ে দেবরাজ নিজেই ছুটে এলেন। বাধলো প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধ—শেষে প্রয়োগ হোলো একদিকে বজ্র অপর

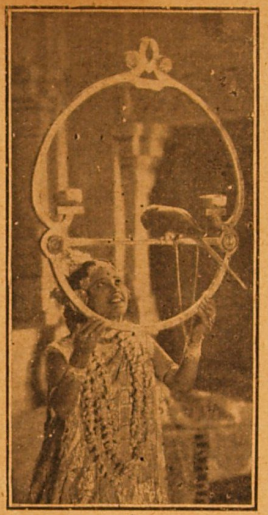

দিকে সুদর্শনচক্র, উভয়ের সংঘাতে প্রলয়ের উপক্রম! ব্যাপার দেখে সৃষ্টিরক্ষার জন্য নারদ কৈলাসে গিয়ে দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হ'লেন—মহাদেব ঘটনাস্থলে এসে উভয়কে শান্ত ক'রলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে একটী পারিজাত-বৃক্ষ দিবার জন্য দেবরাজকে আদেশ দিলেন।

পারিজাত নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা দ্বারকায় ফিরে এলেন; তারপর মহাসমারোহে পারিজাত-প্রতিষ্ঠা করা হোলো—উৎসবের আনন্দের অবধি নেই! কিন্তু হঠাৎ সকল উৎসব সকল আনন্দ ম্রিয়মাণ হ'য়ে প'ড়লো মহামুনি গর্গের কথায়, "স্বর্গের পারিজাতকে মর্ত্তে এনে সৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলে ঘোর অমঙ্গল ঘটা অসম্ভব নয়—মহাযজ্ঞই এই অমঙ্গল-সম্ভাবনার একমাত্র প্রতিবিধান।"

—যজ্ঞের স্থান নির্ব্বাচিত হোলো পুণ্যক্ষেত্র প্রভাস—বিরাট আয়োজন, অপূর্ব্ব সমারোহ, ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হবে! নারদ আনন্দে আত্মহারা—এতদিনে ব্রজবাসীর শ্রীকৃষ্ণবিরহব্যথা দূর হবে, শতবর্ষ-ব্যাপী বিরহের অবসানে রাধাকৃষ্ণের আবার মিলন হবে! কিন্তু নারদের সকল আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হোলো, যখন তিনি দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপর ত্রিভুবন নিমন্ত্রণের ভার দিলেও, পরম-অভিমানিনী দেবী সত্যভামার প্রবল প্রতিকূলতার ফলে শ্রীরাধা নিমন্ত্রণ থেকে বাদ গেলেন—নারদকে ব'লে দেওয়া হোলো, ব্রজবাসীরা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই নিমন্ত্রিত হবেন, বাদ কেবল শ্রীরাধা! প্রাণভরা বেদনা নিয়ে নারদ নিমন্ত্রণে বেরুলেন।

কত কাল পরে! কত কাল পরে প্রাণাধিক পুত্রকে দেখতে পাবেন, অধীর আনন্দে আগ্রহে পিতামাতা ছুটলেন—কত কাল পরে ব্রজবাসী পাবে তাদের জীবনধন কানাইয়ের দর্শন—ব্রজ শূন্য ক'রে চ'ললেন সবাই সেই নীলসাগরকূলে প্রভাসের বিরাট যজ্ঞস্থলে। অর্দ্ধশতাব্দব্যাপী বিরহের পরেও প্রাণময়ের আহ্বান না পেয়ে, সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ ক'রে ছুটে চ'ললেন প্রেমময়ী শ্রীরাধা হৃদয়দেবতার উদ্দেশে—ঈপ্সিতের শ্রীচরণে শতাব্দীসঞ্চিত হৃদয়-বেদনা নিবেদন করবার জন্য—নয়ন ভ'রে একটিবার তাঁর শ্রীচরণ সন্দর্শন করবার আকুল আকাঙ্ক্ষায়।

শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহকে কোনরকমে টেনে এনে শ্রীরাধা এসে দাঁড়ালেন যজ্ঞশালার তোরণদ্বারে একা! দ্বার রুদ্ধ—ব্যর্থ হোলো তাঁর সব অনুনয়-বিনয়, কেহই সাড়া দিল না তাঁর আকুল আহ্বানে, তাঁর বুকভরা অশ্রুজলে—অবশেষে ধূলোয় লুটিয়ে প'ড়লো তাঁর অবশ দেহ!

—প্রাণের টানে বুঝি অসম্ভবও সম্ভব হয়—ভক্তির টানে ভগবানেরও আসন টলে! ভক্তিমতী শ্রীমতীর মনোবেদনার ফলে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞেও বিঘ্ন উপস্থিত হোলো—সব ফেলে ছুটে এলেন ভগবান স্বয়ং তাঁর খোঁজে—ভক্ত এবং ভগবানের মধুর মিলনে সারা বিশ্বে ছ'ড়িয়ে প'ড়লো আনন্দ-নির্ঝরিণীর পীযূষ-ধারা!

গীতাংশ

(১)

যমুনা কাঁদিছে হায় শ্যাম হারায়ে,
বাঁশরী বাজে না আর তমাল-ছায়ে!
ধেনুদল পথ ভুলে
আসে না যমুনা-কূলে,
নীরব নূপুর-ধ্বনি উতলা-বায়ে!
জল ফেলে জল আর লয় না ভরি',
ম্লানমুখে ফেরে বধূ নিয়ে গাগরী।
একাকিনী বন-তলে
ভাসে রাধা আঁখিজলে,
মূরছিয়া পথমাঝে পড়ে লুটায়ে!

—ললিতা

(২)

নয়ন-জল নাহি বারণ মানে,
ছুটিয়া আসি তাই যমুনা-পানে।
নীপরেণু-ঝরা পথে সাঁঝের বেলা
চুপি-চুপি কূলে-কূলে ফিরি একেলা—
যদি ক্ষণেকের ভুলে
আসে শ্যাম এ গোকুলে,
রাধা ব'লে ডাকে যদি বাঁশীর তানে!

—শ্রীরাধা

(৩)

পূরিল না মনোবাসনা—
তব চরণ স্মরি
দিবা-বিভাবরী,
তবু পাই মা হরি তব করুণা-কণা!

—নারদ

(৪)

সুধাময় স্বরে
বল প্রাণ ভ'রে
মধুর কৃষ্ণ-নাম,
নিশি-দিনমান
'কৃষ্ণ'-'কৃষ্ণ' নাম
গাও পাখী অবিরাম!

—সখীগণ

(৫)

তোমার আদেশ-বাণী,
হৃদয়ে বহিতে চাই—
এমন শকতি যেন পাই!
তোমার মহিমা-ধারা
লভিয়া আপন-হারা,
দিকে-দিকে ছুটে তাই যাই!
কেবা আমি, কেন আমি,
কি আছে আমার আর—
সকলি তোমার প্রভু,
তুমিই জগতে সার।
তোমার করুণা লাগি'
রহি যুগ-যুগ জাগি'—
তোমার সমান মম
আর কেহ নাই!

—নারদ

(৬)

তুলি' বনফুল, মালাটী গাঁথিয়া গোপনে,
ভাসাই যমুনা-জলে—
যদি কোনো দিন প'ড়ে যায় তার নয়নে
যদি তুলে লয় গলে!
যদি মনে পড়ে হারানো-দিনের স্মৃতি,
যমুনার তীরে ভুলে-যাওয়া প্রেম-গীতি—
যদি আসে ফিরে মালার পথটী বেয়ে—
সেই আশা-বুকে সুদূরে র'য়েছি চেয়ে
একাকিনী বন-তলে!

—শ্রীরাধা

(৭)

হরি এসো ফিরে এসো এসো বৃন্দাবনে,
একবার শ্যাম-রূপ নেহারি নয়নে।
যে বাঁশী বাজিয়েছিলে যমুনার কলস্বনে,
যে বাঁশী বাজিয়েছিলে ফুল-ভরা নীপবনে—
বিরহ-ব্যথায় ভরি'
সে বাঁশী নীরব করি'
কি বাঁশী বাজালে হরি ভুবনে-ভুবনে!—
ফিরি তাই তব অন্বেষণে।

—নারদ

(৮)

নমো নমোঃ কললজ চতুর-বয়ান!
রক্ত-বরণ মরাল-বাহন
সৃজন-কারণ পুরুষ-প্রধান,
দেখ ত্যজি' যোগমায়া
ঘেরেছে প্রলয়-ছায়া,
সভয়ে অভয় দাও করুণা-নিধান!

—নারদ

(৯)

প্রণমি মহেশ্বর
মৌলি চন্দ্রধর
গঙ্গাধর শিব শঙ্কর হে!
কম্পিত থরথর
বিশ্ব-চরাচর
প্রলয় ভয়ঙ্কর সম্বর হে!

—নারদ

(১৩)

(দ্বৈত-সঙ্গীত)

কুটিলা—দেখে তোদের বুকের পাটা
রাগে আমার জলছে গা'টা
কলঙ্কিনী, কুল মজালি হায়!
ললিতা—ফিরলে শূন্য কুম্ভ কাঁখে
সে কথা কি চাপা থাকে!
সতীত্বের তরঙ্গ লেগে
গোকুল ভেসে যায়!
কুটিলা—বউকে নিয়ে পালিয়ে যাবি?
…আমার হাতে ঝাঁটা খাবি!
—ছি-ছি-ছি, নেইকো ঘেন্না-লাজ!
যত সব উট্‌কো ছুঁড়ি,
ভাঙবো তোদের জারিজুরি,
(তোদের) পোড়ার মুখে জ্বালবো নুড়ো আজ!
ললিতা—ডাকনা দেখি তোর দাদাকে,
রাখ্‌না দেখি আগ্‌লে তাকে,
কালামুখোর বড়াই ক'রিস পরে!

(১২)

শ্যাম হারাণো বৃন্দাবনে
হৃদয় কেঁদে যায়
সজল-আঁখি উঠলো ভ'রে
নিবিড়-বেদনায়।
জ'ড়িয়ে বুকে কানুর স্মৃতি
উঠছে কেঁদে কানন-বীথি,
বেউয়ের সুরে কাঁদন জাগে
আকুল-যমুনায়।
শ্রী-অঙ্গেরি সুবাস-মাখা
জ'ড়িয়ে আছে ময়ূর-পাখা
চরণ-ছবি আজো আঁকা
পথেরি ধূলায়।

—নারদ

(১০)

কেন নয়ন ছলছল অভিমানে—
কোন্ বেদনা জাগিল রে কোমল প্রাণে!
ক্ষণিক দেখার লাগি' ছুটিয়া আসি,
ও মুখের দুটী কথা ভালবাসি—
মম গোপন-তৃষা শুধু হৃদয় জানে!

—ললিতা

(১১)

ঢালো মঙ্গল-বারি,
কল্যাণ-নিবেদন ঢালো!
আরতি-অর্ঘ্য লাগি'
পুণ্য-প্রদীপ আজি জ্বালো!
সুন্দর অতিথি এলো দ্বারে,
বরি' লহচন্দন-পুষ্পহারে—
বাজাও শঙ্খ আজি,
গৃহে-গৃহে দাও আলো!

—পুরবালাগণ

9-10-37

রাধা ফিল্ম্ কোম্পানীর পৌরাণিক চিত্র

প্রভাসমিলন